ইত্তেফাক

011

তারিখ 8 JUL 1986
পৃষ্ঠা 3 কলাম 2

জরাজীর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান॥ শিক্ষক অর্থ আসবাব ও সরঞ্জামের অভাব

বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। অনেক বিদ্যালয় বিভিন্ন সময় ঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর আর মেরামত করা হয় নাই। কিছুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারীকরণের অপেক্ষায় রহিয়াছে। বিভিন্নমুখী সমস্যায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে।

লামা হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, চকরিয়া উপজেলার সুরাজপুর গ্রামের শাহ আজমত উল্লাহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নড়বড়ে ও জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় আকাশে মেঘ দেখিলেই স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বাজে। সরকারীভাবে কয়েকবার বিদ্যালয় গৃহের জন্য প্রকল্প গৃহীত হইলেও নানা কারণে উহা বাস্তবায়িত হয় নাই।

এদিকে লামা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ২৬টি পদ থাকিলেও মাত্র ৯ জন শিক্ষক কাজ চালাইতেছেন। বিদ্যালয় গৃহ সম্প্রসারণ না করায় স্থানাভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের গাদাগাদি করিয়া বসিতে হয়। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে।